[redacted]

[redacted]

বক্স,৮টি চেয়ার,৫টি বিপনি মেশিন,৫টি ডিজিটাল থার্মোমিটার, ৩টি ডায়বেটিস মাপামেশিন।

মেহেরপুর আমঝুপিতে নারীদের মাঝে মউকের সেলাই মেশিন বিতরণ

মেহেরপুরের আমঝুপিতে উদ্যোক্তা সৃষ্টি ও জীবন-জীবিকার উন্নয়নে দরিদ্র অসহায় নারীদের মাঝে সেলাই মেশিন ও সিট কাপড় বিতরণ করা হয়েছে।

দক্ষতামূলক সেলাই প্রশিক্ষণ ও সেলাই মেশিন বিতরণের মাধ্যমে জীবন-জীবিকার উন্নয়ন প্রকল্পের আওতায় বুধবার সকাল ১০টার দিকে মানব উন্নয়ন কেন্দ্রের (মউক) হলরুমে এ উপলক্ষে এক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। বাংলাদেশ এনজিও ফাউন্ডেশনের সহায়তায় অনুষ্ঠানের আয়োজন করে মউক।

মউকের নির্বাহী প্রধান আশাদুজ্জামান সেলিমের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মেহেরপুর সদর উপজেলা নির্বাহী অফিসার মোঃ খায়রুল ইসলাম।

বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তরের উপপরিচালক মোঃ নাসিমা খাতুন এবং উপজেলা সমাজসেবা অফিসার মোঃ আনিসুর রহমান।

অনুষ্ঠানে আমঝুপি, বারাদি ও পিরোজপুর ইউনিয়নের ২০ জন দরিদ্র ও অসহায় নারীর মাঝে সেলাই মেশিন ও সিট কাপড় বিতরণ করা হয়। প্রধান অতিথি তাদের হাতে এসব উপকরণ তুলে দেন।

অনুষ্ঠানটি সঞ্চালনা করেন মানবাধিকার কর্মী সাদ আহমেদ।

বক্তারা বলেন, নারীদের দক্ষতা উন্নয়ন ও স্বাবলম্বী করতে এ ধরনের উদ্যোগ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে। এতে তারা নিজেরাই আয়-উপার্জনের মাধ্যমে পরিবারে অবদান রাখতে পারবেন এবং উদ্যোক্তা হিসেবে গড়ে উঠবেন।

কুষ্টিয়ায় দিশার সহায়তায় সেলাই মেশিন পেলেন গৃহিণী লতা পারভীন

অভাব-অনটনের সংসারে ঠিকমতো খাবার জোগানো যেন দায় হয়ে পড়েছিল। এ অবস্থায় দরিদ্র পরিবারটির পাশে দাঁড়িয়েছে কুষ্টিয়ার দিশা স্বেচ্ছাসেবী আর্থ সামাজিক উন্নয়ন সংস্থা।

দৌলতপুর উপজেলার বাসিন্দা লতা পারভীনের হাতে তুলে দিয়েছে একটি সেলাই মেশিন। সেলাই প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেছিলেন তিনি। অন্যের সেলাই মেশিনের সহায়তায় পোশাক তৈরির কাজ করছেন বাড়ীতেই। আর তার এমন উদ্যোমী হওয়ার কথা শুনে এই সেলাই মেশিন উপহার হিসেবে তুলে দেওয়া হয়। এই সেলাই মেশিন দিয়ে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করার পথ বেছে নিয়েছেন লতা পারভীন।

আজ মঙ্গলবার দুপুরে কুষ্টিয়া জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ে লতা পারভীনের হাতে সেলাই মেশিন তুলে দেন জেলা প্রশাসক মো: এহেতেশাম রেজা।
এসময় দিশা সংস্থার নির্বাহী পরিচালক মো: রবিউল ইসলাম, সহকারী পরিচালক এমআর ইসলামসহ সংশ্লিষ্টরা উপস্থিত ছিলেন।

জেলা প্রশাসক মো: এহেতেশাম রেজা বলেন, অন্যের বাড়ীতে সেলাইয়ের কাজ করে জীবিকা নির্বাহ করা নারীকে সেলাই মেশিন উপহার দিয়ে যে মানবিকতা দেখিয়েছে দিশা সত্যি প্রশংসনীয় কাজ এটি। শুধু এটিই নয়, আর্থসামাজিক উন্নয়নে নিরলসভাবে কাজ করে চলেছে প্রতিষ্ঠানটি। পাশাপাশি বিভিন্ন সময়ে মানবিক কাজের সাথে সম্পৃক্ত রয়েছে। তিনি আরও বলেন, দিশা সংস্থা সব সময় মানুষের পাশে থাকে। অসহায়দের খুঁজে বের করে যেভাবে স্বাবলম্বী করার চেষ্টা করছে, তা নজিরবিহীন। তাদের এই কল্যাণমূলক কাজের ধারা অব্যাহত থাকুক—এই কামনা করি।’

দিশা সংস্থার নির্বাহী পরিচালক মো: রবিউল ইসলাম জানান, সমাজের সুবিধাবঞ্চিত মানুষের জন্য কাজ করতে ভালোলাগে। এই ভালোলাগা থেকেই মানুষের কল্যাণে দিশা সংস্থা মানুষের পাশে নিবেদিত প্রাণ হিসেবে কাজ করে আসছে। সেলাই মেশিন বিতরণ, হুইল চেয়ার বিতরণসহ নানান ধরনের সামাজিক কর্মকান্ডের সাথে সম্পৃক্ত রয়েছে। ভবিষ্যতে

এ ধরনের সামাজিক কর্মকান্ড অব্যহত থাকবে।

সেলাই মেশিন পেয়ে আবেগেআপ্লুত হয়ে, লতা পারভীন জানান, সেলাইয়ের কাজ শিখেছি, অন্যের বাড়ীতে কাজ করি। সেলাই মেশিন না থাকায় অন্যের উপর নির্ভর করতে হতো। আজকে সেলাই মেশিন পেয়ে খুবই ভালো লাগছে আমার। এই মেশিন চালিয়ে আর্থিকভাবে সচ্ছল ও স্বাবলম্বী হতে পারবো আমি ও আমার পরিবার। তিনি আরও জানান, দিশার পরিচালকের জন্য নামাজ শেষে দুই হাত তুলে দোয়া করব, যেন আল্লাহ তাদের সব সময় ভালো রাখে।’

মেহেরপুরে সেলাই মেশিন বিতরণ

মেহেরপুর জেলা পরিষদের উদ্যোগে ৪০ জন দরিদ্র ও প্রশিক্ষণার্থীদের মাঝে সেলাই মেশিন বিতরণ করা হয়েছে। আজ মঙ্গলবার (১৭ অক্টোবর) বেলা সাড়ে বারোটার দিকে জেলা পরিষদের হলরুমে এ সেলাই মেশিন বিতরণ করা হয়।

অনুষ্ঠানের সভাপতিত্ব করেন মেহেরপুর জেলা পরিষদের চেয়ারম্যান আব্দুস সালাম।

উচ্চমান সহকারী শাহিন ইকবালের সঞ্চালনায় সেলাই মেশিন বিতরণী অনুষ্ঠানে, সহকারি প্রকৌশলী মজিদুর রহমান চৌধুরী,প্যানেল চেয়ারম্যান আজিমুল বারী মুকুল, সদস্য ইমতিয়াজ হোসেন মিলন প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।

কুষ্টিয়ায় বসুন্ধরা গ্রুপের

সেলাই মেশিন পেলেন অসচ্ছল নারীরা

কুষ্টিয়ায় অসচ্ছল নারীদের মাঝে সেলাই মেশিন বিতরণ করা হয়েছে। বসুন্ধরা গ্রুপের অর্থায়নে বসুন্ধরা শুভসংঘের কুষ্টিয়ায় জেলা শাখার উদ্যোগে মাসব্যাপী প্রশিক্ষণ শেষে ২০ জন অসচ্ছল নারীর মাঝে এসব সেলাই মেশিন বিতরণ করা হয়।

আজ শুক্রবার সকালে বসুন্ধরা শুভসংঘ কুষ্টিয়া জেলা শাখা কার্যালয়ে এক অনুষ্ঠানে এসব নারীদের মাঝে সেলাই মেশিন তুলে দেন এপার বাংলা ওপার বাংলার জনপ্রিয় কথা সাহিত্যিক, বসুন্ধরা মিডিয়া গ্রুপের পরিচালক ও কালের কণ্ঠ’র প্রধান সম্পাদক ইমদাদুল হক মিলন ও কুষ্টিয়ার জেলা প্রশাসক মো. এহেতেশাম রেজা।

শুভসংঘ কুষ্টিয়া জেলা শাখার সভাপতি মর্জিনা খাতুনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন কুষ্টিয়া সদর উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) পার্থ প্রতীম শীল, শুভসংঘের কেন্দ্রীয় পরিচালক জাকারিয়া জামান, কালের কণ্ঠের কুষ্টিয়ার নিজস্ব প্রতিবেদক তারিকুল হক তারিক, বসুন্ধরা বিটুমিন কুষ্টিয়া অঞ্চলের এজিএম সাদ্দাম হোসেন, এরিয়া ম্যানেজার উবায়দুর রহমান বাদশা, শুভসংঘের সহ-সভাপতি এসএম জামাল, সাধারণ সম্পাদক কাকলি খাতুন, সাংগঠনিক সম্পাদক বিপুল হোসেনসহ সংশ্লিষ্টরা।

অনুষ্ঠানে ইমদাদুল হক মিলন বলেন, ‘বসুন্ধরা গ্রুপের সহায়তায় অসচ্ছল নারীদের স্বাবলম্বী করার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। বসুন্ধরা গ্রুপের মাননীয় চেয়ারম্যান আহমেদ আকবর সোবহান আমাকে নির্দেশ দিয়েছেন বাংলাদেশের প্রতিটি জেলায় এবং সম্ভব হলে উপজেলাতেও প্রশিক্ষণ কেন্দ্র গড়ে তুলতে। তার অংশ হিসেবেই এখানে শুভসংঘ প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করা হলো। গত প্রায় একমাস ধরে এখানে যে ২০ জন নারী প্রশিক্ষণ নিয়েছেন তাদের ২০ জনকে এবার বসুন্ধরা গ্রুপের সহায়তায় সেলাই মেশিন বিতরণ করা হলো। তারা এটি দিয়ে নিজের পায়ে দাঁড়াবেন ও পরিবারে সচ্ছলতা আনবেন।

তিনি আরো বলেন, ‘দেশের সবচেয়ে বড় গ্রুপ বসুন্ধরা গ্রুপ শুধু ব্যবসাই করে না তারা অনেক বড় বড় মানবিক কাজ করে। এই গ্রুপের পক্ষ থেকে আমরা শিক্ষার্থীদের বৃত্তি দিচ্ছি, স্কুল, পাঠাগার,

প্রশিক্ষণ কেন্দ্র করে দিচ্ছি। সবকিছু ছেলে-মেয়েদের ও অসচ্ছল নারীদের নিজের পায়ে দাঁড় হবার জন্য করা হচ্ছে।

কুষ্টিয়ার জেলা প্রশাসক এহেতেশাম রেজা বলেন, স্মার্ট বাংলাদেশের ঘোষণা দিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। যার ফলশ্রুতিতেই ইতোমধ্যে বিভিন্ন দপ্তর প্রশিক্ষণ প্রদান করছে। প্রান্তিক জনগোষ্ঠীকে দক্ষ করে গড়ে তুলতে কাজ করে যাচ্ছে সরকারি বেসরকারি বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান। বসুন্ধরা গ্রুপের এই প্রশিক্ষণ কেন্দ্র অসহায় নারীদের স্বাবলম্বী করতে প্রশিক্ষণ ও সেলাই মেশিন প্রদানের যে মহতি উদ্যোগ নিয়েছে তা সত্যি প্রশংসনীয়।

মৌবনের দেয়া সেলাই মেশিন পেয়ে খুশি রত্মা খাতুন

‘আমার জীবনযুদ্ধে এই সেলাই মেশিনটি হবে একটি অবলম্বন। এখন মনে অনেক সাহস পাচ্ছি। আপাকে কৃতজ্ঞতা জানানোর ভাষা নেই।’ নতুন একটি সেলাই মেশিন পেয়ে এভাবে অনুভূতি প্রকাশ করেছে রত্মা খাতুন। সে কুষ্টিয়ার দৌলতপুর উপজেলার এসএমএন মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের সপ্তম শ্রেণীর শিক্ষার্থী। তার মতো আরো বেশ কয়েকজনকে সেলাই মেশিন দেওয়া হয়।

কুষ্টিয়ার মৌবন পরিচালিত ‘নারী বাতায়ন’ সংস্থার সভাপতি সাফিনা আঞ্জুম জনী এগুলো বিতরণ করেন।

স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, দুই ভাই ও এক বোনের মধ্যে ছোট রত্মা খাতুন। ক্যান্সারে আক্রান্ত হয়ে বাবা এবং সড়ক দুর্ঘটনায় তকার মা মারা গেলে এতিম হয়ে পড়ে রত্মা খাতুন।

সপ্তম শ্রেণিতে পড়ালেখা করা এই কিশোরী নিজের ইচ্ছা শক্তিতেই সেলাই প্রশিক্ষণ নিয়ে মোটামুটি কাজ শুরু করেন। তবে নিজের একটা সেলাই মেশিন পেলে তার উপকারে লাগতো বলে অভিমত প্রকাশ করে। বিষয়টি জানতে পেরে মৌবন পরিচালিত নারী বাতায়নের উদ্যোগে সেলাই মেশিন উপহার দেন।

মৌবন আঙ্গিনায় শুক্রবার দুপুরে রত্মা খাতুনের হাতে সেলাই মেশিনটি তুলে দেন মৌবনের সিইও হাবিবুল আলম।

এ সময় উপস্থিত ছিলেন মৌবনের জেনারেল ম্যানেজার মোশাররাফুল হক বকুল, ম্যানেজার আশিকুজ্জামান রনি, মীর তনিমা ও সাংবাদিক এস এম জামাল।

কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে রত্মা খাতুন বলেন, আজকের ◌্এই উপহার হিসেবে পাওয়া সেলাই মেশিনটি দিয়ে আমার নিজের পড়ালেখা চালানোসহ পরিবারের স্বচ্ছলতা ফিরিয়ে আনতে বাসায় থেকে সেলাইয়ের কাজ করবেন বলে জানান। সেলাই মেশিন পেয়ে আমি অনেক খুশি। এজন্য তিনি মৌবনের নির্বাহী পরিচালক সাফিনা আঞ্জুম জনীর প্রতি আন্তরিক কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন।

বিশিষ্ট সমাজসেবক ও মৌবনের নির্বাহী পরিচালক নারী বাতায়ন এর সভাপতি সাফিনা আঞ্জুম জনী বলেন, ‘আমাদের প্রত্যেক সামর্থ্যবান মানুষের উচিত অসহায় লোকজনের পাশে দাঁড়ানো। তাদের সামান্য সহায়তায় একটি পরিবারের দুঃখ-কষ্ট লাঘব হতে পারে। আজকের এই আয়োজন তারই প্রমাণ। তিনি বলেন,‘সামাজিক দায়বদ্ধতা থেকে এতিমসহ সমাজের সুবিধা বঞ্চিত নারী ও বৃদ্ধসহ শিশুদের জন্য কিছু একটা করার চেষ্টা করছি মৌবনের সহায়তায় নারী বাতায়নের মাধ্যমে। এছাড়াও মেডিকেল কলেজসহ বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে দরিদ্র মেধাবীদের শিক্ষা সহায়তাসহ নানান ধরনের সহযোগীতার হাত বাড়ানো হয়ে থাকে। আমরা সবাই মিলে উদ্যোগ নিলে এই তাদের দুর্ভোগ অনেকটা কমানো সম্ভব বলেও মনে করেন তিনি।

প্রসঙ্গত, নারীদের উন্নয়ন ও নারীদের স্বাবলম্বী করতে বিভিন্ন ধরনের কার্যক্রমের পাশাপাশি সামাজিক কর্মকাণ্ডে সম্পৃক্ত রয়েছে নারী বাতায়ন সংস্থাটি। যেটির উদ্যোগে রয়েছে মৌবন।

একটি সেলাই মেশিন দিয়ে মিনি

[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] —[illegible]. [illegible] [illegible]

[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible], [illegible], [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible], [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible], [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

[illegible] [illegible] [illegible], [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

[illegible] [illegible] (illegible) [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]